



ishwarerain.org

পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরূশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- [পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ](#)
- [পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয়া ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না](#)
- [পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য \(এই পৃষ্ঠা\)।](#)
- [পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির](#)

আধুনিক ধর্মীয় চিন্তায় সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটি হলো—এই বিশ্বাস যে ঈশ্বর তাঁর প্রদত্ত আদেশগুলোর পরিবর্তে আংশিক আনুগত্য বা প্রতীকী আনুগত্য গ্রহণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের আইন অত্যন্ত নির্ভুল। তাঁর নবীদের মাধ্যমে এবং মসিহের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি খুঁটিনাটি, প্রতিটি সীমার মধ্যে তাঁর কর্তৃত্বের পূর্ণ ভার নিহিত। এতে কিছু যোগ করা যায় না। এতে কিছু কমানো যায় না (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২; দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩২)। যে মুহূর্তে কেউ সিদ্ধান্ত নেয় যে ঈশ্বরের আইনের কোনো অংশ পরিবর্তনযোগ্য, নরম করা যায়, প্রতিস্থাপিত করা যায় বা নতুনভাবে কল্পনা করা যায়—সে আর ঈশ্বরের আনুগত্য করে না; সে নিজেরই আনুগত্য করে।

ঈশ্বরের নির্ভুলতা এবং সত্য আনুগত্যের স্বরূপ

ঈশ্বর কখনো অস্পষ্ট আদেশ দেননি। তিনি নির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছেন। যখন তিনি [বলিদান](#) আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি পশু, যাজক, বেদী, আগুন, স্থান এবং সময়—সবকিছুর বিস্তারিত নির্ধারণ করেছিলেন। যখন তিনি [উৎসব](#) আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি দিনগুলো, নিবেদন, শুদ্ধতার শর্ত এবং উপাসনার স্থান নির্ধারণ করেছিলেন। যখন তিনি [মানত](#) আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি কীভাবে তা শুরু হবে, কীভাবে চলবে এবং কীভাবে শেষ হবে—সবকিছু নির্ধারণ করেছিলেন। যখন তিনি [দশমাংশ ও প্রথম](#)

ফল আদেশ করেছিলেন, তখন তিনি কী আনা হবে, কোথায় আনা হবে এবং কে গ্রহণ করবে—সবকিছু নির্ধারণ করেছিলেন। কিছুই মানবীয় সৃজনশীলতা বা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেনি।

এই নির্ভুলতা আকস্মিক নয়। এটি সেই সত্তার চরিত্র প্রতিফলিত করে যিনি আইন দিয়েছেন। ঈশ্বর কখনো অসাবধান নন, কখনো আনুমানিক নন, কখনো তাত্ত্বিক উদ্ভাবনের জন্য উন্মুক্ত নন। তিনি যা আদেশ করেছেন তার আনুগত্য প্রত্যাশা করেন—মানুষ যা আদেশ করতে চাইত তার নয়।

অতএব, যখন কেউ কোনো আইন আংশিকভাবে পালন করে—অথবা প্রয়োজনীয় কার্যগুলোর স্থলে প্রতীকী কার্য বসায়—তখন সে আর ঈশ্বরের আনুগত্য করছে না। সে নিজের উদ্ভাবিত এক সংস্করণের আনুগত্য করছে।

আংশিক আনুগত্য মানেই অবাধ্যতা

আংশিক আনুগত্য হলো—কোনো আদেশের “সহজ” বা “সুবিধাজনক” অংশগুলো ধরে রাখা এবং যেগুলো কঠিন, ব্যয়বহুল বা সীমাবদ্ধ মনে হয় সেগুলো ফেলে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু আইন খণ্ড খণ্ড করে দেওয়া হয়নি। বেছে বেছে আনুগত্য করা মানে উপেক্ষিত অংশগুলোর উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা।

ঈশ্বর বারবার ইস্রায়েলকে সতর্ক করেছিলেন যে তাঁর আদেশের একটি খুঁটিনাটিও অস্বীকার করা বিদ্রোহ (দ্বিতীয় বিবরণ 27:26; যিরমিয় 11:3-4)। যীশুও একই সত্য নিশ্চিত করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন, যে কেউ ক্ষুদ্রতম আদেশও শিথিল করে, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্র বলে গণ্য হবে (মথি 5:17-19)। মসিহ কখনোই কঠিন অংশগুলো উপেক্ষা করে বাকিগুলো রাখার অনুমতি দেননি।

সকলের বোঝা জরুরি যে মন্দির-নির্ভর আইনগুলো কখনোই বাতিল হয়নি। ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করেছেন—আইন নয়। যখন আইন সম্পূর্ণভাবে পালন করা অসম্ভব, তখন আংশিক আনুগত্য কোনো বিকল্প নয়। উপাসককে আইন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে আইনকে সম্মান করতে হবে।

প্রতীকী আনুগত্য মানব-নির্মিত উপাসনা

প্রতীকী আনুগত্য আরও বিপজ্জনক। এটি তখন ঘটে, যখন কেউ অসম্ভব কোনো আদেশের স্থলে একটি প্রতীকী কাজ বসিয়ে মূল আইনকে “সম্মান” করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর প্রতীকী বিকল্প অনুমোদন করেননি। মন্দির বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তিনি ইস্রায়েলকে বলিদানের বদলে প্রার্থনা বা উৎসবের বদলে ধ্যান করার অনুমতি দেননি। তিনি প্রতীকী নাজারীয় মানত অনুমোদন করেননি। তিনি প্রতীকী দশমাংশ অনুমোদন করেননি। তিনি কখনো বলেননি যে বাহ্যিক আচারগুলোকে সহজতর সংস্করণ দিয়ে যেকোনো স্থানে প্রতিস্থাপন করা যাবে।

প্রতীকী আনুগত্য সৃষ্টি করা মানে—আনুগত্যের শারীরিক অসম্ভবতা নাকি ঈশ্বরকে বিস্মিত করেছে—এমন ভান করা; যেন ঈশ্বর নিজে যা অপসারণ করেছেন, তা “অনুকরণ” করতে তাঁর আমাদের সাহায্য দরকার। কিন্তু এটি ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ। এটি তাঁর আদেশকে নমনীয়, তাঁর নির্ভুলতাকে দরকষাকষির বিষয় এবং তাঁর ইচ্ছাকে মানবীয় সৃজনশীলতার সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে দেখায়।

প্রতীকী আনুগত্য অবাধ্যতা, কারণ এটি ঈশ্বর যা বলেছেন তার স্থলে এমন কিছু বসায় যা তিনি বলেননি।

যখন আনুগত্য অসম্ভব হয়, ঈশ্বর প্রতিস্থাপন নয়—সংযম চান

ঈশ্বর যখন মন্দির, বেদী এবং লেবীয় সেবাকর্ম অপসারণ করলেন, তখন তিনি একটি স্পষ্ট বক্তব্য দিলেন: কিছু আদেশ আর পালন করা যাবে না। কিন্তু তিনি তাদের স্থলে কিছু বসানোর অনুমতি দেননি।

যে আদেশ শারীরিকভাবে পালন করা অসম্ভব—তার ক্ষেত্রে সঠিক প্রতিক্রিয়া সহজ:

ঈশ্বর আনুগত্যের উপায় পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত পালন থেকে বিরত থাকা।

এটি অবাধ্যতা নয়। এটি ঈশ্বর নিজেই যে সীমা স্থাপন করেছেন তার প্রতি আনুগত্য। এটি বিনয় ও সংযমের মাধ্যমে প্রকাশিত সদাপ্রভুর ভয়।

আইনের প্রতীকী সংস্করণ উদ্ভাবন করা বিনয় নয়—এটি ভক্তির ছদ্মবেশে বিদ্রোহ।

“সহজ সংস্করণ”-এর বিপদ

আধুনিক ধর্ম প্রায়ই ঈশ্বর যে আদেশগুলো পালন করা অসম্ভব করেছেন, সেগুলোর “সহজ সংস্করণ” তৈরি করতে চায়:

- পাসওভার বলিদানের স্থলে উদ্ভাবিত কমিউনিয়ন সেবা
- ঈশ্বর নির্ধারিত দশমাংশের স্থলে ১০ শতাংশ আর্থিক দান
- যিরুশালেমে আদেশকৃত নিবেদনের স্থলে উৎসবের “রিহার্সাল”
- বাস্তুব মানতের স্থলে প্রতীকী নাজারীয় অনুশীলন
- বাইবেলীয় শুদ্ধতার ব্যবস্থার স্থলে আচারগত “শুদ্ধতা শিক্ষা”

প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই ধারা দেখা যায়:

1. ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট আদেশ দিলেন।
2. ঈশ্বর মন্দির অপসারণ করলেন—ফলে আনুগত্য অসম্ভব হলো।
3. মানুষ একটি পরিবর্তিত সংস্করণ উদ্ভাবন করল, যা তারা করতে পারে।
4. তারা একে আনুগত্য বলল।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আদেশের কোনো প্রতিস্থাপন গ্রহণ করেন না। তিনি কেবল সেই আনুগত্যই গ্রহণ করেন, যা তিনি নিজে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

প্রতিস্থাপন তৈরি করা মানে—ঈশ্বর ভুল করেছেন—এমন ইঙ্গিত দেওয়া; যেন তিনি অব্যাহত আনুগত্য প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু আনুগত্যের উপায় সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। এটি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রতি অপমান।

আজকের আনুগত্য: আইন পরিবর্তন না করে তাকে সম্মান করা

আজ সঠিক অবস্থান হলো—শাস্ত্রজুড়ে যে অবস্থান চাওয়া হয়েছে সেটিই: ঈশ্বর যা সম্ভব করেছেন তা সবই পালন করা, এবং যা সম্ভব করেননি তা পরিবর্তন করতে অস্বীকার করা।

- যে আদেশগুলো মন্দিরের উপর নির্ভর করে না—সেগুলো আমরা পালন করি।

- যে আদেশগুলো মন্দিরের উপর নির্ভর করে—সেগুলো পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে আমরা সম্মান করি।
- আমরা আংশিক আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করি।
- আমরা প্রতীকী আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করি।
- ঈশ্বরকে যথেষ্ট ভয় করি—যেন কেবল তিনি যা আদেশ করেছেন, যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবেই আনুগত্য করি।

এটাই সত্য বিশ্বাস। এটাই সত্য আনুগত্য। এর বাইরে সবই মানব-নির্মিত ধর্ম।

যে হৃদয় তাঁর বাক্যে কাঁপে

ঈশ্বর সেই উপাসকের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে তাঁর বাক্যে কাঁপে (যিশাইয় ৬৬:২)—যে উপাসক তাঁর বাক্যকে সুবিধাজনক বা সম্ভব করতে পুনর্গঠন করে না। একজন বিনয়ী মানুষ ঈশ্বর সাময়িকভাবে যে আইনগুলো আমাদের নাগালের বাইরে রেখেছেন, সেগুলোর স্থলে নতুন আইন উদ্ভাবন করতে অস্বীকার করে। সে বোঝে—আনুগত্য সবসময়ই ঈশ্বর সত্যিই যা বলেছেন তার সঙ্গে মিলতে হবে।

ঈশ্বরের আইন পরিপূর্ণই রয়ে গেছে। কিছুই বাতিল হয়নি। কিন্তু আজ সব আদেশ পালন করা যায় না। বিশ্বস্ত প্রতিক্রিয়া হলো—আংশিক আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা, প্রতীকী আনুগত্য পরিহার করা, এবং ঈশ্বর যেভাবে আইন দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই তাকে সম্মান করা।